‘কমন সেন্স’ সর্বদা ‘কমন’ হয় না

তম্ময়

জনাব ফখরুদ্দিন চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচিত। একজন ভাল মানুষ, সজ্জন। বাংলাদেশী মসজিদের প্রতি তাঁর দরদ আমার দৃষ্টিতে প্রশ্নাতীত। কর্ণফুলিতে দেয়া সম্প্রতি তাঁর একটা প্রতিবাদ লিপি পড়ে মনটা দমে গেছে। একজন ভাল লোক আর একজন ভাল নেতার মধ্যে যে কতটুকু দুরত্ব থাকতে পারে তা এই লেখাটা পড়ে হৃদয়াঙ্গম করতে কষ্ট হয় না। নিজে ভাল কাজ করা, আর দশজনকে দিয়ে ভাল কাজ করানোর মধ্যে যে পার্থক্য থাকতে পারে এই সাধারণ বোধটুকু সবার থাকে না। এই জন্যেই মনে হয়ে লোকে বলে, Common Sense is not always common. অনেক বুদ্ধিমানেরও এর ঘাটতি থাকে।

আমি বাংলাদেশী ইসলামিক সেন্টার কার্য্যকরি কমিটির কেউ নই। ধর্মীয় কমিটির সদস্য হতে যে গুণাবলির প্রয়োজন তার অনেক কিছুই আমার মধ্যে অনুপস্থিত। তবে একজন মুসলমান এবং সেই সাথে কমিউনিটির একজন সদস্য হিসেবে এর ভিতরের দ্বন্ধের খবর পাই মাঝে মাঝেই । তার বেশীর ভাগই বিভিন্ন ঘরোয়া পরিবেশে, প্রবাসে বাঙালী দাওয়াত কালচারের বদৌলতে। আর মাঝে মাঝে চৌধুরী সাহেবের মত প্রেসিডেন্টরা নিজেরাই জনগণকে প্রজ্ঞায়িত করেন।

জনাব চৌধুরী লিখেছেন, The whole Executive Council is at loggerhead between myself as president and virtually the rest since January this year. Since then I had been single-handedly running the whole organization. ইসলামিক সেন্টারে কার্যকরি কমিটির ভিতরের সত্যিকার সংঘর্ষের সঠিক রপরেখা আমার বা আমাদের অনেকের কাছেই নেই। তবে চৌধুরী সাহেব, আপনার লেখা পড়ে যেটা বুঝতে পারছি, পুরো কার্যকরি কমিটির সাথে আপনার মত-পার্থক্য চরম বললেও মনে হয় কম বলা হবে। কাছিমের ছোট্ট অথচ বুদ্ধিমান মাথার সাথে তার প্রয়োজনীয় বিরাট শরীর এই ক্ষেত্রে পুরোপুরি সংশ্রব শূন্য। আপনি আপনার মাথা আর কার্যকর মুখ ব্যবহারে কাছিমের বিরাট শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার দাবীদার হয়তো কিন্তু বিপদের দিনে আপাতঃ অপ্রয়োজনীয় ঐ বিরাট শরীরের আপনার প্রয়োজন আছে। বিপদের দিনে কাছিম বা কচ্ছপের ছোট্ট মাথাটা তাকে বাঁচানোর শেষ সম্বল। আপনার লেখা পড়েই বুঝতে পারি, আপনাদের মাঝের এই সংঘর্ষ একদিনের নয়, বহুদিনের। গত জানুয়ারী থেকে আপনি একাই পুরো সংগঠনের কাজকর্ম চালিয়ে নিচ্ছেন। তাহলে ইসলামিক সেন্টারের কার্যকরি কমিটির অন্যান্য সব সদস্য করছেটা কি? এই দেশে ঘোড়ার ঘাস কাটার জন্যও তো সব যন্ত্র আছে। সে দিক দিয়েওতো বেচারারা হতভাগা?

The whole Executive Council is at loggerhead between myself as president and virtually the rest since January this year. Since then I had been single-handedly running the whole organization. – Fakrudding Chowdhury

ইসলামিক সেন্টারের শাসনতন্ত্র আমার জানা নেই। কিন্তু অন্যান্য অনেক সংগঠনের সাথে এক সময় জড়িত থাকার সুবাদে যেটা আমার ধারনা, কার্যকরি সংসদের বিরাট একটা অংশ যদি চায়, তবে তারা AGM ডাকার ক্ষমতা রাখে। আর এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি কার্যকরি কমিটিই যে আপনার বিপক্ষে, সেটাতো আপনার নিজের লেখাই প্রমান রাখে। এই মিটিং যদি হয়, তবে সেই সভার সিদ্ধান্তটা যে কি হবে সেটুকু বোঝার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আপনার আছে। এই ক্ষেত্রে আপনার করণীয় যে কি হওয়া উচিৎ সেটা নিশ্চয়ই বলে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই আপনি সত্য এবং সঠিক পথে আছেন, তারপরও এই যুগ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির যুগ। আপনাকে মহাপুরুষ ভেবে সবাই আপনার কথা মেনে নেবে, এমন কোন

ধারণা যদি আপনার থেকেও থাকে তবে তা পরিহার করাই মনে হয় আপনার জন্য মঙ্গলকর। দশজনকে নিয়ে, দশ জনকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়া সবার জন্য নয়। বিশেষ করে যারা নিজেদের সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষন করে, তাদের ক্ষেত্রে এটা অধিক ভাবে প্রযোজ্য। এই সাধারণ সত্যটা স্বিকার করে নিলে, আপনি নিজে যেমন উপকৃত হবেন তেমনি কমিউনিটিও অহেতুক কোন্দলের হাত থেকে কিছুটা হলেও বেঁচে যাবে।

তন্ময়, সিডনী, অস্ট্রেলিয়া, ৮ই জুন, ২০০৮

Send your Comment to : tonmoy.sydney@gmail.com

তম্ময়ের আগের লেখাগুলো পড়তে হলে এখানে টোকা মারুন